13 MAR 1998

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৪ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামীকাল (শনিবার) হইতে চলতি শিক্ষাবর্ষের (১৯৯৭-৯৮) প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, হলসমূহ এবং প্রধান গেট এলাকায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নিষিদ্ধ ঘোষণা

(শেষ পৃঃ পর)

হইয়াছে। তবে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে প্রক্টরের অনুমতি সাপেক্ষে কর্মসূচী পালন করা যাইবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী সংগঠনের শীর্ষ নেতা অথবা সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

গতকালের সিন্ডিকেটের অপর এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা রক্ষাকল্পে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র, গোলা-বারুদ প্রভৃতি উদ্ধার এবং হল তল্লাশীসহ যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গতকাল হইতেই কার্যকরী হইয়াছে।

ছাত্রদল আহূত ধর্মঘট পালিত হয় নাই

ইংরেজী বিভাগের অনার্সে অকৃতকার্য জনৈক ছাত্রনেতার অবৈধভাবে মাষ্টার্স পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দানের দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ছাত্রদল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আহূত ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় নাই। ছাত্রদল কর্মীরা গতকাল সকালে কুষ্টিয়া হইতে ক্যাম্পাসমুখী ট্রীপের গাড়ীসমূহ আটকাইয়া দিতে গেলে পুলিশী বাধার কারণে তাহা ব্যর্থ হয়। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাসে পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ইংরেজী বিভাগের কার্যালয়ে একের পর এক ককটেল বোমা ফাটাইয়া ত্রাসের সৃষ্টি করে। তাহারা বাংলা বিভাগেও ভাংচুর চালায়। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসে আরোপিত রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বিক্ষোভ মিছিলও বাহির করে। তবে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ছাত্রদল উক্ত অবৈধ দাবী আদায়ে ব্যর্থ হইয়া গত শনিবার হইতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে তালা ঝুলানো, ভিসি ও প্রক্টর অফিস ভাংচুরসহ নানা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়।

এদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রশিবিরের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির অবসান হওয়ায় গতকাল একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরিয়াছে।

৫৫ জন শিক্ষকের বিবৃতি

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫৫ জন শিক্ষক গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতি প্রদত্ত বিবৃতি প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, উদ্বেগজনক নানা ঘটনা এড়াইয়া শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী তদন্তাধীন বিষয়ে অযাচিতভাবে মন্তব্য করিয়া বিশেষ ছাত্র সংগঠনকে দোষী বানাইয়া শাস্তি দাবী করার রিষয়টি হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিবৃতিতে শিক্ষকগণ শিক্ষক সমিতির পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন প্রফেসর এম আলাউদ্দিন, ডঃ আ. ন. ম. রেজাউল করিম, শাহজাহান আলী, হারুন-উর-রশিদ আসকারী, সেলিম তোহা, মনিরুজ্জামান, রেজাউল হক প্রমুখ।